টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
সর্ব্বপ্রকার শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, খদ্দর চাদর এবং গরম কোট ও সার্টের কাপড় আসিয়াছে।
বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।
মুদ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 2nd Dec. 1970 | ২৮-শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে নূতন প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ঝুল, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

ষ্টার ও প্যাগোডা ব্র্যাণ্ডের
সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম কার্ডের বিরাট সমাবেশ।
॥ পণ্ডিত প্রেস ॥
রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের মনের মত ভাল বই সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

"উইন" করতে "রুইন" এলো,
হারাই বুঝি "প্রেস"।
দেখ্‌ছি এখন ঘোড়ার চেয়ে
সুদের দৌড়ই বেশ।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ কাহার খেয়ালে কে বলি ॥

এই পত্রিকার গত ৯ই অগ্রহায়ণ, ২৭শ সংখ্যায় 'রঘুনাথগঞ্জ—বহরমপুর (ভায়া সাগরদীঘি) বাস সার্ভিস আংশিক বন্ধ' শীর্ষক যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত দুঃখের এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সমূহের জনসাধারণের হতাশাজনক সন্দেহ নাই। সংবাদে দেখা যায় যে, গত কয়েক মাস হইতে এই রুটে বাস বহরমপুর পর্যন্ত না গিয়া সাগরদীঘি রেলষ্টেশন পর্যন্ত যাইয়া পুনরায় রঘুনাথগঞ্জে ফিরিয়া আসিতেছে। অথচ বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়াই আলোচ্য রুটে বাস সার্ভিস চালু ছিল। বর্তমানে রেল কর্তৃপক্ষ নাকি সাগরদীঘি ষ্টেশনের লেভেল ক্রশিং অতিক্রম করিয়া বাস যাইতে দিবেনা বলিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে বড় বড় লোহার খুঁটি পুঁতিয়া লেভেল ক্রশিং এর মুখ বন্ধ করা হইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ হইতে সাগরদীঘি দিয়া বহরমপুর পর্যন্ত যে বাস যাতায়াত করিত, তাহাতে শুধু এই শহরের সহিত নয়, জেলা-সদরের সহিত দূর দূর পল্লীগ্রামের মানুষের একটা সহজ যোগাযোগের পথ খোলা ছিল। ইহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, অফিস সংক্রান্ত এবং দৈনন্দিন অন্যান্য নানা কাজকর্ম করার ব্যাপারে জনগণের বিশেষ করিয়া গ্রামের অধিবাসীদের যথেষ্ট সুবিধা হইত। কিন্তু এখন এই রুট বন্ধ হওয়ায় নানা অঞ্চলের মানুষের বিস্ময়, কষ্ট ও ক্ষোভ বাড়িবে ইহাতে সন্দেহ কি?

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নানা দিকে আজ পরিবহনের উন্নতি ঘটিয়াছে। 'বিজ্ঞান মানুষকে দিয়াছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েস'—জনৈক লেখকের এই উক্তির বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়া আমরা শুধু এইটুকু বলিব যে, আজিকার দিনে এই গতির, এই বেগের নিতান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি যাহা হইতেছে, তাহা অহেতুক নয়। রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক প্রভৃতি নানা কারণ ইহার পিছনে আছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই দেশে একটা কাজের মত কাজ পরিবহনের উন্নতি। পল্লীঅঞ্চলের সহিত শহরাঞ্চলের যোগাযোগ আরও সহজ করার যেখানে প্রয়োজন, সেখানে রেলকর্তৃপক্ষের একটা হুমকি এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বানচাল করিয়া দিবে এবং জনসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি করিবে—ইহা কেমন যুক্তি? কোন রুটে বাস চলাচল করায় বাস মালিকের লোকসান হয় বলিয়া আমরা শুনি নাই। অবশ্য একথা এক্ষেত্রে হইতেছে না। রঘুনাথগঞ্জ—মুরারই, ফরাক্কা—বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ—ফরাক্কা, রঘুনাথগঞ্জ—বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ—রামপুরহাট, রঘুনাথগঞ্জ—মোরগ্রাম, জঙ্গিপুর—বহরমপুর, জঙ্গিপুর—কৃষ্ণপুর প্রভৃতি রুটে বর্তমানে যত সার্ভিস বাস চালু আছে, তাহাতে আরও কিছু বাস প্রত্যেকটিতে বাড়াইলেও ভীড় কমিবে না। জীবনসংগ্রামের প্রচণ্ড সমস্যার দিনে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা যত সহজ হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এই সমস্যা তীব্র হইবে কেন?

রঘুনাথগঞ্জ—বহরমপুর (ভায়া সাগরদীঘি) বাসরুট ত হঠাৎ হয় নাই। পরীক্ষামূলকভাবে দেখার জন্য কয়েক বৎসর লাগিতে পারে না। তাহা ছাড়া, এই রুট বন্ধ করা হইবে পরিবহন দপ্তর এমন ঘোষণাও করেন নাই। তবে আসলে এই রুটের কোন স্বীকৃতি আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। যদি নাই থাকে তবে এতদিন বাস চালু রাখার অনুমতি আর, টি, এ দিলেন কী প্রকারে? আর রুটের ব্যবস্থাপনা সরকারী পর্যায়ে ঠিক হওয়ার কথা এবং তাহাতে রেলকর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া এবং মানিয়া চলার কথা। কিন্তু এখানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কেন? মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই বাস-রুট আদৌ ছিল না; এক অজ্ঞাত উপায়ে বা কারণে আর, টি, এ এখানে বাস সার্ভিস চালু করার অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও খেয়াল-খুশির মাশুল কি জনসাধারণকে দিতে হইবে? জেলার প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এবং আর, টি, এ-কে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। যদি এই বাস রুট স্বীকৃতির ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধক থাকে, তবে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় দপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে। জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এবং আর, টি, এ-র যৌথ-প্রচেষ্টা আমরা প্রার্থনা করি। জনসাধারণের চরম বিস্ময় ও গভীর ক্ষোভ সঞ্চার হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। খেয়ালের বলি হইলে চলিবে না।

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় একটি কেন্দ্রে প্রথম দিনে গার্ড দিয়ে প্যাঁচামুখো হয়ে বেরিয়ে এলেন কাতুখুড়ো—

'ছাখ, এই প্রাইমারীটা প্রায় মারী অর্থাৎ মহামারীর মত।'

তবে কি স্কুলগুলোয় কিস্সু হয় না? জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলাম।

তদগত খুড়ো: 'নয় ত কি? শহুরে অশহুরে ছেলে হোক, মেয়ে হোক, আর তাদের বাপ-মাই হোক—সবচেয়ে ভাল লাগা দিন কার আছে আজ যে লিখবে? তোমার দেখা কোন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা লিখবি তো কলম চিবুচ্ছিস কেন? রাজনীতি বা শিক্ষানীতির ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা লিখতে বলে দিলুম।'

বুঝলাম, খুড়োর 'অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্‌বিশেষঃ'।

* * *

কেওনঝাড় হতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে একটি মোটরগাড়ী পুল থেকে বৈতরণী নদীতে পড়ায়

উনিশ জন নিহত হন বলে সংবাদ।

—মর্ত্যের বৈতরণী পার করতে গিয়ে স্বর্গের বৈতরণী পার করলেন এতগুলিকে! চালক মশাইকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

* * *

'সি টি সি' অর্থাৎ 'ক্রাশ্, টেয়ার, কার্ল'—প্রতিটি চায়ের পাতাকে ভেঙ্গে ছোট ছোট টুকরো করার বিশেষ পদ্ধতির নাম।

জনৈক চা না-সেবী বললেন, 'স্বাস্থ্য ভাঙ্গো, লিভারটি ছেঁড়ো আর শরীরটাকে দড়ির মত পাকাও'।

* * *

'সুখসমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য আজই জীবন বীমা করুন'—বিজ্ঞাপন।

—এক্ষুনি! কখন যে মহাপ্রস্থানের পথে আজকাল পা বাড়াতে বাধ্য হবেন ঠিক নেই। আপনার নয়, পরিজনদের সুখসমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ দিয়ে গেলেন, বিদায় বেলায় এইটুকুই সান্ত্বনা।

বৈদ্যুতিক আলো প্রকল্প বানচাল

পঃ বঃ সরকার গ্রামে গ্রামে বৈদ্যুতিক আলোর একটা পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে বেশ ফলাও করিয়া প্রচার করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে এতগুলি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করা হইবে। পরিকল্পনাটা সত্যি চমৎকার এবং লোভনীয় সন্দেহ নাই। পল্লীর মানুষ আজ বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিবে, বৈদ্যুতিক পাখা চালাইবে এবং সস্তায় বিদ্যুতের সাহায্যে তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন মিটিবে—যাহা গ্রামের মানুষের স্বপ্নের কল্পনাতীত ছিল।

বিষয়টি একটু অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে। সাগরদীঘিতে বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প ইতিপূর্ব্বে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন লাভ করিয়াছে। তাহার একটা খসড়া এবং সেই মত কাজকর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছিল—বৈদ্যুতিক পিলার বসিতেও আরম্ভ করিয়াছিল—তারপর হঠাৎ সব চুপচাপ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সাগরদীঘিতে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ রেল লাইনের উপর দিয়া বৈদ্যুতিক লাইন লইয়া যাইতে দিবেন না। তাহার ফলে পঃ বঃ সরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারই একটি জলন্ত নিদর্শন "সাগরদীঘি বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প"। জেলা-কর্ত্তৃপক্ষ তথা পঃ বঃ সরকার এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দিলে প্রকল্পটি বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারিবে।

—সংবাদদাতা

বিদ্যালয় অফিসগৃহ ভস্মীভূত

সর্বপ্রকারের কাগজপত্র নিশ্চিহ্ন

গত ১লা ডিসেম্বর রাত্রিকালে (ইং মতে) রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের অফিসগৃহের পিছন দিকে সিঁদ কাটিয়া অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীরা অগ্নিসংযোগ করে। ফলে এই বিদ্যালয়ের বহুদিনের যাবতীয় রেকর্ড ও কাগজপত্র সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। খবর পাইয়া বহরমপুর হইতে দমকলবাহিনী আসিয়া অগ্নি আয়ত্তে আনেন। কিন্তু একটি কাগজপত্রও বাঁচান যায় নাই। এই অগ্নিসংযোগের ফলে বিদ্যালয়গৃহেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। স্মরণকালের মধ্যে এই শহরের কোন বিদ্যালয়ের এমন সমূহ সর্বনাশের কথা শুনা যায় নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরী গৃহে অগ্নি-সংযোগ

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত (শহর হইতে ৫ মাইল দূর) বাড়ালা গ্রামের রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের 'ফিজিক্স' ল্যাবরেটরীতে ১৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার সন্ধ্যার পরে কে বা কাহারা অগ্নি সংযোগ করে। লোকজন জুটিয়া আগুন নিভাইয়া ফেলার জন্য বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

বহরমপুরে বিপুল সমাবেশে জ্যোতি বসুর ভাষণ

গত ২৪শে নভেম্বর বহরমপুর সার্কাস ময়দানে জেলা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ভাষণ দেন জ্যোতি বসু। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে বলেন—তাদের প্রধান শত্রু কংগ্রেস ও তাদের কিছু নয়া দালাল। কংগ্রেস এই সব দালালদের পক্ষ নিয়ে মজুর কৃষক মধ্যবিত্তদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছেন। সাধারণ মানুষও তাদের ২৩ বছরের অভিজ্ঞতায় একথা বুঝেছেন ব'লে যখন কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে সুরু করেছেন তখন সেই প্রধান শত্রু কংগ্রেস শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামী পার্টি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে আসল শত্রু বুঝতে পেরে অন্য বামপন্থী বেশধারী দলগুলিকে কংগ্রেস বিরোধিতা পরিত্যাগ করিয়ে সি, পি, এম, বিরোধী করে তুলছেন এবং নিজ কোলে আশ্রয় দিচ্ছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাঙ্গবার জন্যে বাংলা কংগ্রেস, সি, পি, আই, ফরোয়ার্ড ব্লক ও এস ইউ সিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। নকশালপন্থী কার্য্য-কলাপের সমালোচনা করে শ্রীবসু বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলাবাজী চালিয়ে বা কয়েকটা জোতদার খুন করে দেশে বিপ্লব আনা যায় না। তিনি আরও বলেন—পরীক্ষা ও স্কুল বন্ধ করার কথা রুশ, চীন, ভিয়েৎনামে—কোনও বিপ্লবের ইতিহাসে শুনি নি। শিক্ষিকাকে ছুরি মারার মত জঘন্য কাজেও তারা লিপ্ত হয়েছে। এরা নাকি গেরিলা! দেশে দেশে বিপ্লবী গেরিলাবাহিনী নমস্য, চরিত্রবান, কল্যাণকর, এদের মত নিম্নগামী নয়।

জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে জনতা এসে সভায় যোগ দেন। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সত্যনারায়ণ চন্দ্র সভায় সভাপতিত্ব করেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পবিত্র ইদলফেতর

ধর্ম্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র রমজান মাসে 'রোজা' পালন করে সকলে 'ঈদগাহে' সমবেত হয়ে নমাজ পড়েন। সেখানে নমাজের শেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রীতি সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন কার্য্য সমাপন করেন। সারা বছরের পর সকলে একত্র মিলিত হ'য়ে পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ কামনা করেন। এই শুভদিনে আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের মঙ্গল কামনা করি।

পরলোকগমন

গত ১১ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রি ৩-৩০ মিনিটে রঘুনাথগঞ্জের প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়, এম-বি মহাশয় কলিকাতা আর-জি-কর হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বেলড়িয়ার সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। তিনি বিধবা পত্নী, সাত পুত্র, পাঁচ কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আশীষকুমার এম-এস পাশ করার পর সরকারী চাকুরী করিতেছে। আমরা তাঁহার পরিজন-বর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার মোড়গ্রামের রমানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে মোক্তারী পরীক্ষায় পাশ করিয়াও মোক্তারী করেন নাই। তিনি আমরণ শিক্ষকতা করিয়াছেন। তিনি বিধবা পত্নী, সাত পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্বজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

ছোটকালিয়ায় পল্লীতে চুরির হিড়িক

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত ছোটকালিয়ায় পল্লীতে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীপ্রকাশ সান্যাল মহাশয়ের বাড়ীতে চুরি হওয়ার খবর থানায় দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। গত কয়েকদিন পূর্ব্বে উক্ত পল্লীর শ্রীপাঁচকড়ি দাসের বাড়ী হইতে চোরে সমস্ত পিতল-কাঁসার বাসন লইয়া গিয়াছে। উহার ফলে উক্ত ব্যক্তিকে পাতায় ভাত খাইতে হইতেছে। এই পল্লীতে বেপরোয়া চুরি হওয়ার দরুণ লোকে আতঙ্কে দিন যাপন করিতেছে। উপরোক্ত বিষয়ে আমরা জঙ্গিপুর মহকুমা পুলিশ অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।